দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 16 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাকা ভার্সিটিতে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশে শিবিরের নয়া কৌশল চূড়ান্ত

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক অবস্থা মজবুত করে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশের জন্য ইসলামী ছাত্রশিবির নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। ছাত্রদলের ছদ্মাবরণে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তারা ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল শাখার কমিটিতে স্থান করে নেয়ার চূড়ান্ত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে শিবিরের নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের হল শাখার সম্মেলনকে সামনে রেখে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন কর্মিসভায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। কর্মিসভায় তাদের অতি উৎসাহী ভূমিকা নিয়ে ছাত্রদলের জুনিয়র পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন হলে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রার্থিতা ঘোষণা করে তারা কর্মকাণ্ডও চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে দলের অবস্থান শক্ত করে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদলকে কোণঠাসা করে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্তেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। চলতি বছরেই শিবির ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করবে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনটির সকল কর্মকাণ্ড অঘোষিতভাবে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ থাকলেও বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্রদলের ছদ্মাবরণে তারা তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। এখন ছাত্রদলে হল পর্যায়ের কমিটিতে স্থান করে নেয়ার

ছাত্রদলের হল কমিটিতে ঢোকার ফন্দি

জন্যও তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের কমিটি গঠনের কথা। এ লক্ষ্যে ৮ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন হলের কর্মিসভা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি হলের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব কর্মিসভায় শিবিরের নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের হয়ে বক্তৃতা করেছে। অনেকের বক্তৃতার মধ্যেও তাদের আসল পরিচয় অনেক সময় ফুটে উঠেছে। জানা গেছে, বিভিন্ন হলে কয়েকজন করে চিহ্নিত শিবির কর্মী ছাত্রদলের কমিটিতে ঢোকার জন্য লবিং গ্রুপিং চালাচ্ছে। শিবিরের হাইকমাণ্ডের নির্দেশেই তারা এভাবে কাজ করছে বলে জানা গেছে।

এভাবে সংগঠনকে শক্তিশালী করে তারা ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে বলে জানা গেছে। শুধু ছাত্রদলের কমিটিতেই স্থান নয়, বিভিন্ন হলে একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা প্রশাসনিকভাবেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তিনটি হলে প্রভোস্ট পদে জামায়াতের তিন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় এই তিনটি হল দখলই তাদের প্রধান টার্গেট।

এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য হলের দিকে এগুবে তারা। তবে শিবিরের একটি হল শাখার সভাপতি জানান, দখলের রাজনীতিতে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে কর্মী সমর্থক বাড়িয়ে ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে রাজনীতি করাই তাদের প্রধান টার্গেট বলে বছরের শেষের দিকে তারা ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে রাজনীতি করবে বলে জানা গেছে।